তৃষ্ণার উদ্দেশে

প্রমোদ বসু

তৃষ্ণা, তোমার খোলা পিঠের আলো-অন্ধকারে
আমার অক্ষর পুড়ে যায়।
তৃষ্ণা, তোমার বুক - খোলা প্রান্তরে হাজির
আমার পিপাসা অবিচল।

তৃষ্ণা, তুমি দেশ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলো অবিরাম,
মানচিত্র মুছে দাও আজ।
তৃষ্ণা, তোমার শরীরে সমস্ত পৃথিবী ধরো,
হৃদয়ে তুমুল অবকাশ।

তৃষ্ণা, তুমি অবিকল দেশ - কাল - শিকড় - সমাজ,
ঐক্য আর বাঁচার সংহতি।
তৃষ্ণা, আমি তোমার মধ্যেই দেখি সূর্য, চাঁদ, ছন্দ,
সাত সমুদ্র, মহাদেশ,

তৃষ্ণা, তুমি প্রাচ্য, তুমি পশ্চিম, মৃত্যুহীন,
তুমি বিপ্লব, স্বাধীনতা,
তৃষ্ণা, তুমি বিদ্রোহ, তুমি প্রতিকার, প্রতিরোধ,
মানুষের ভেতরে মানুষ।

তৃষ্ণা, তুমি শিল্প, তুমি ঐতিহ্য, ধারাবাহিক,
তুমি অনন্ত, অনাদি।
তৃষ্ণা, তুমি নারী নও, শুধু নারী নও কোনওদিন;
আমাদের মুগ্ধ পরমায়ু।

ক থা

পুরনো দিনের রং নিয়ে তুমি এলে, আর
মুহূর্তে আলো হল সব অন্ধকার।

সেই চোখ, সেই মুখ, সেই কারুকাজ
অতীত - তাড়িত চোখে চেয়ে দেখি আজ।

মুহূর্তে হাওয়ায় ওড়ে শত কবুতর - ডানা
ফুলের আড়ালে গেল কাঁটার বাহানা।

ছন্দে ভরে গেল ঘর, অন্তর - বাহির,
ভেতরে তরঙ্গ দোলে বিরহবাহীর।

কথা হয়, কথা হবে কথা থেকে যাবে বাকি
কথায় পৌঁছতে আজ তীরে বসে থাকি।